Delhi Public School, Howrah

PERIODIC TEST- II (2025 – 2026)

Class- XI

Care must be taken not to write anything on the question paper. All the questions must be attempted in the correct sequence.

Subject:- BENGALI (105)

Time:- 3 HOURS **F.M.-80**

SECTION – A (READING)

PART-A

1) নিচের অনুচ্ছেদ দুটি পড়ে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর নির্বাচন করে লেখো: **2×(1×5)=10**

A. বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্ত' গ্রন্থের 'চন্দ্রালোকে' শীর্ষক রচনায় দেখেছি, চাঁদকে নিয়ে খুব ঝামেলায় পড়ে গেছেন কমলাকান্ত। চাঁদের লিঙ্গ কী হবে?-"আমাদিগের মতে চন্দ্র HE-ইংরাজি মতে SHE, এখন উপায়? HE কি SHE স্থির হইবে কী প্রকারে?" এর পর কমলাকান্ত ভাবছেন, অযোধ্যার যে নবাবটি হাঁসপাখি নিয়ে খেলা করেন, চোখে সুর্মা লাগান, সে HE, নাকি SHE? আর জোয়ান অব আর্কের মতো যে নারী যুদ্ধবিদ্যায় পারঙ্গম, সে SHE না HE? স্থির করতে না পেরে কমলাকান্ত আবার আফিম চড়ালেন।

এটা ১৮৭৪ সালের লেখা। একই সময়ে তিনি 'বিজ্ঞান রহস্য' লিখছেন। লিঙ্গপরিচয়ের সঙ্কট নিয়ে তিনি কিছু একটা ভেবেছিলেন ঠিকই। কিছুদিন পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চিত্রাঙ্গদা' প্রকাশিত হয়। পুরুষের পরিচয় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল চিত্রাঙ্গদাকে। যৌবনে চিত্রাঙ্গদা প্রেমে পড়ল অর্জুনের। রবীন্দ্রনাথ নানা ব্যঞ্জনাধর্মী বাক্যে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করে সাহিত্য সৃষ্টি করলেন। মনোবিশ্লেষণের দিকে যাননি, আত্মপরিচয়ের সঙ্কটকে তেমন করে তুলে ধরেননি। কারণ তাঁর মনে হয়েছিল সাহিত্য এবং বিজ্ঞানকে দুটি ঘর ভাবা হত- ১৯২৭ সালে 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধে একথা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন। অবশ্য সত্তর-উত্তীর্ণ বয়সে রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বপরিচয়'- এ মত পরিবর্তন করে বলেছিলেন- "বিজ্ঞান মানুষের সৌন্দর্য্যবোধ এবং রসচেতনার কোন ক্ষতি করেনি, বরং প্রসারিত করেছে।"

একজন মানুষের পরিচয়ের জন্য তাঁর লিঙ্গ পরিচয়টি অন্যতম প্রধান। এখন আমরা বুঝতে পেরেছি যে, শারীরিক চিহ্নে লিঙ্গ পরিচয় ঠিকমতো নির্ধারণ করা যায় না বহু ক্ষেত্রেই। একজন মানুষ শরীর এবং মনে আলাদা জেন্ডারের হতে পারেন। আমাদের ভাষায় পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ ছাড়াও তৃতীয় লিঙ্গ রয়েছে, যাকে ক্লীবলিঙ্গ বলা হয়। শব্দভাণ্ডারে ক্লীবলিঙ্গ প্রচুর। স্বয়ং ব্রহ্ম ক্লীবলিঙ্গ। প্রাচীন গল্পগাথায় পুরুষের ভূমিকায় নারী বা নারীর ভূমিকায় পুরুষ নানা ভাবেই এসেছে। শেক্সপিয়ারের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস'- এ পোর্শিয়া উকিলের ছদ্মবেশে শাইলকের বিরুদ্ধে মামলায় লড়ে গেলেন। 'চিত্রাঙ্গদা' এ রকমই একটি আখ্যান, যেখানে বাধ্য হয়ে চিত্রাঙ্গদাকে পুরুষের মতো হতে হয়েছিল। মহাভারতে অজ্ঞাতবাসের সময় অর্জুনকে বিরাট রাজার ঘরে বৃহন্নলা নাম নিয়ে থাকতে হয়েছিল। আ-কারান্ত এই স্ত্রীলিঙ্গ শব্দটির মানে হল দীর্ঘভুজা। আবার 'বৃহৎ-নরা' থেকে বৃহন্নলা ভাবতে অসুবিধা নেই, এর অর্থ হচ্ছে সম্মানিত পুরুষ।তবে শব্দটির অর্থের প্রসার ঘটে এখন ক্লীব ধরনের মানুষদের বোঝানো হয়। প্রকৃতপক্ষে চিত্রাঙ্গদা বা বৃহন্নলা ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন, তাঁদের ভিতর থেকে রূপান্তর গ্রহণের তাড়না আসেনি। কিন্তু কিছু মানুষ আছেন যাঁদের মধ্যে একটা প্রশ্ন ঘুরে বেড়ায়- সে পুরুষ নাকি নারী? এঁদের ত্রুটি জন্মগত। প্রাচীন ভারতে এই ধরনের মানুষদের বলা হয় 'তৃতীয়া প্রকৃতি'। অনেক মানুষকে রাস্তাঘাটে দেখা যায় যারা নতুন শিশু জন্মালে খবর পেয়ে যান, এদের আমরা হিজড়ে বলে জানি। একই দেহে নারী ও পুরুষ, শিব ও শক্তির মিলিত রূপ। শিব যেমন অর্ধনারীশ্বর হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিলেন তেমনি হিজড়েরাও অর্ধনারীশ্বরের অংশসম্ভূত।... প্রাচীন ভারতে, গ্রিসে, রোমে এই ধরনের মানুষদের উপেক্ষা করা হত না। শিখণ্ডীর কাছে মাথা নুইয়েছিলেন মহাবীর ভীষ্ম।এখন তৃতীয়

লিঙ্গ নামে কিছু একটা যে আছে, এটা প্রতিষ্ঠিত। অনেক ক্ষেত্রেই ফর্ম পূরণের সময় ফর্মের মধ্যে লিঙ্গ পরিচয়ের জন্য মেল, ফিমেল ছাড়াও 'আদার' লেখা একটা ঘর থাকে। এই 'আদার'রা হলেন তৃতীয়া প্রকৃতি।

I) আমাদের পৌরাণিক দেব-দেবীর মধ্যে যে দেবতা অর্ধনারীশ্বর হিসাবে প্রকাশিত তিনি হলেন-

A. দুর্গা B. শিব C. প্রকৃতি D. চন্দ্র

II) অবশ্য সত্তর-উত্তীর্ণ বয়সে রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বপরিচয়'- এ মত পরিবর্তন করে বলেছিলেন- "বিজ্ঞান মানুষের সৌন্দর্য্যবোধ এবং রসচেতনার কোন ক্ষতি করেনি, বরং প্রসারিত করেছে।"- এ ভাবনা থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চরিত্রের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা হল-

A. তিনি বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে উঠেছেন।

B. সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে পারেন।

C. বিজ্ঞান ও সাহিত্যের মধ্যে কোন পার্থক্য তিনি দেখেন নি।

D. আমাদের জীবনে বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করেছিলেন।

III) বৃহন্নলা বলতে বুঝি:

A. রূপান্তরকামী মানুষকে। B. ক্লীব ধরণের মানুষকে।

C. দীর্ঘভুজাকে D. আত্মকেন্দ্রিক মানুষকে।

IV) মন্তব্য: কমলাকান্ত আবার আফিম চড়ালেন।

কারণ (ক): অযোধ্যার নবাব ও জোয়ান অব আর্কের নারী স্ত্রী না পুরুষ তা বুঝতে না পেরে।

কারণ (খ) : বঙ্কিমচন্দ্রের উপর রাগ করে।

A. কারণ (ক) ঠিক, কিন্তু কারণ (খ) ভুল

B. কারণ (ক) ভুল, কিন্তু কারণ (খ) ঠিক

C. কারণ (ক) এবং কারণ (খ) দুটোই ভুল

D. কারণ (ক) এবং কারণ (খ) দুটোই ঠিক

V) 'প্রাচীন' শব্দটির একটি সমার্থক শব্দ হল-

A. হাল B. পার্থ C. সাবেক D. শাশ্বত

B. সৈয়দ মুজতবা আলী নিজে বলতেন, তাঁর জীবন একটি খোলা বই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একাধিক ভাষায় স্বচ্ছন্দ অধিকার, একাধিক বিষয়ে সুগভীর জ্ঞান, বহু কৃতী মানুষের নিবিড় সখ্য তাঁর জীবনকে করেছে প্রবাদগোত্রীয়। তিনি নিজেই জানিয়েছেন, জীবিকা নির্বাহের উপায় কী এই প্রশ্নের উত্তরে ফরাসি দেশে হাজির হয়ে তিনি লিখেছিলেন, 'কিছুদিন অন্তর চাকরি রিজাইন দেওয়া।'

মুজতবার যখন উনিশের মতো বয়স, একদিন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ডেকেই বলে দিলেন, 'এবার থেকে তুই লেখা ছাপাতে আরম্ভ কর।... লেখাগুলো আমাকে দিয়ে যাস। আমি ব্যবস্থা করবো।' মনে হয়, শান্তিনিকেতনে লেখালেখির সূত্রেই রবীন্দ্রনাথের মনে সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রতি একটি সস্নেহ সুপ্রসন্ন মনোভাবই গড়ে উঠেছিল। তাঁর লেখালেখি বহুকাল ছিল আপনজনদের অনুরোধে, খানিকটা অনিচ্ছায়ই। কিন্তু বরোদার রাজ্যপাট থেকে বিদায়ের পর দেখা গেল ওই কলম-পেষার কাজটি ছাড়া অন্য-কোনো এলেম তাঁর তেমন জন্মায়নি। অনেকটা দায়ে পড়েই অনুজপ্রতিম কানাইলাল সরকারের মাধ্যমে 'সত্যপীর' ছদ্মনামে 'কলম' লিখেই তাঁকে অন্নসংস্থান করতে হল। তারপর, 'টেকচাঁদ', 'ওমর খৈয়াম', 'প্রিয়দর্শী' এমনকি 'ইন্দ্রাণী সরকার' এইসব ছদ্মনামে যা লিখেছেন তা ছিল যথাসাধ্য পাঠক সাধারণের কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখার উপায়। এ ছিল অনেকটা মিষ্টি জলে ইলিশমাছের ডিম পেড়ে নির্বিকার সমুদ্রে ফিরে যাওয়ার মতোই। পাঠক-সাধারণ কৌতূহল-জাল ফেলে ধরলে ধরল, কিন্তু নিজের কণামাত্র কৌতূহলই নেই সেই ডিমের প্রতি-ভাবটা ছিল এই ধরনের। 'দেশে বিদেশে' রচনাকালে মুজতবা আলী সাহিত্যগুরু আনাতোল ফ্রাঁন্সের একটি

পথনির্দেশকে তাঁর মূলমন্ত্র বলে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন: "লেখাকে যদি সর্বত্রগামী করতে চাও হালকা চালে লেখো, পণ্ডিতি ফলাতে যেয়োনা।" যেখানে যেতেন কথার ফুলঝুরি লাগিয়ে দিতেন। এই প্রসঙ্গে মনে পরে কাজী নজরুল ইসলামকে। উভয়েই সুপুরুষ ও সুরসিক। মুজতবা আলী ছিলেন মহাশ্বেতা দেবী ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের মতো একান্তভাবেই শান্তিনিকেতনের মানুষ। সৈয়দ শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন এক অতি শুভ মুহূর্তে। সবেমাত্র বিশ্বভারতীর যাত্রা শুরু করেছে মুষ্টিমেয় ক-টি ছাত্রকে নিয়ে, মুজতবা আলী তার অন্যতম।

'পঞ্চতন্ত্র' প্রকাশিত হবার মাত্র দু'তিন মাসের মধ্যে প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যায়। এক সপ্তাহে এগারোশো কপি বিক্রি হয়ে যায়। ১৯৫০ থেকে ৬০-এর মধ্যে মুজতবা আলী ছিলেন সর্বাধিক জনপ্রিয় বাঙালী সাহিত্যিক। 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষকে সৈয়দ চিঠি লিখে জানান, "আমি কল্পনাই করতে পারিনে, কত লোকের কত আপত্তি, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ তুমি সহ্য করে সপ্তাহের পর সপ্তাহ বছরের পর বছর আমার পঞ্চতন্ত্র ছাপিয়েছ। তার অনেকগুলো, আজ বুঝি, একেবারে অখাদ্য। ... একাধিকবার বন্ধ করেছি... তুমি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে লিখিয়েছো।... কখনো একটা লাইন কাটোনি, একটা শব্দও বদলাওনি।... অন্যদের বলেছো ঐরকমই ছাপান। কে জানে ওর মাথায় কি আছে?" 'পঞ্চতন্ত্র' রচনার স্টাইলকে অনায়াসে বৈঠকী চাল বলা যেতে পারে। আসর জমিয়ে কথা বলছেন আর সেসব কথা অনায়াসে কলমের মুখে ঝরছে, কলম তাঁকে এতটুকু বিকৃত করতে পারেনি। এ বড় শক্ত কাজ। অবনীন্দ্রনাথের 'পথে বিপথে'ও এই চালে রচিত। কাজী নজরুল ইসলাম যা পদ্যে করেছেন, সৈয়দ তাই করলেন গদ্যে- দেশী-বিদেশী, বিশেষ উর্দু-ফারসীর অনায়াস ও অঙ্গাঙ্গী মিশ্রণ, কোথাও এতটুকু ফাটল নেই।

আলীসাহেব তখন দিল্লিতে দূরদর্শনে কর্মরত। ঠিক হল নীরেন্দ্রনাথকে তিনি সঙ্গে করে দিল্লি দেখাবেন। এক সপ্তাহ ধরে ফার্গুসনের বিরাট মোগল স্থাপত্যের বইখানি সঙ্গে নিয়ে নীরেন্দ্রনাথকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখালেন কিন্তু দেখা গেল সাত দিনে মাত্র 'হুমায়ুনের সমাধি'ই শুধু দেখা হল।এরপরই নীরেন্দ্রনাথকে কলকাতা ফিরতে হল।

I) "লেখাকে যদি সর্বত্রগামী করতে চাও হালকা চালে লেখো, পণ্ডিতি ফলাতে যেয়োনা।" – আলোচ্যমান ভাবনাটি কার ছিল?

A. সৈয়দ মুজতবা আলির B. নীরেন্দ্রনাথের
C. কাজী নজরুল ইসলামের D. আনাতোল ফ্রাঁন্সের

II) "অন্যদের বলেছো ঐরকমই ছাপান। কে জানে ওর মাথায় কি আছে?"- আলোচ্যমান উক্তিটির মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে লেখকের-

A. পরম গৌরববোধ। B. প্রবল আস্থা।
C. শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন। D. সরল কৌতুক।

III) ইলিশ মাছের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল:

A. ইলিশ মাছ মিষ্টি জলের মাছ। B. ইলিশ মাছ নদীতে ডিম পেড়ে সমুদ্রে ফিরে যায়।
C. ইলিশ মাছ তার ডিমের প্রতি উদাসীন থাকে। D. কোনটিই নয়।

IV) মন্তব্য: 'সৈয়দ শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন এক অতি শুভ মুহূর্তে।'

কারণ (ক): মহাশ্বেতা দেবী ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের মতো বিশিষ্ট জনেরা তখন শান্তিনিকেতনে।

কারণ (খ): রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তখন সবার মাথার মাথা হয়ে বিরাজমান।

A. কারণ (ক) ঠিক, কিন্তু কারণ (খ) ভুল B. কারণ (ক) ভুল, কিন্তু কারণ (খ) ঠিক
C. কারণ (ক) এবং কারণ (খ) দুটোই ভুল D. কারণ (ক) এবং কারণ (খ) দুটোই ঠিক

V) 'ফিরতে'- ক্রিয়াপদটির সাধুরূপ হবে-

A. ফিরাইতে B. ফিরাইয়া C. ফিরিতে D. ফিরে

SECTION-B(GRAMMER)

2) ব্যাকরণগত প্রশ্নের সঠিক উত্তর দাও: (যে কোনো পাঁচটি) MCQ **(1×5=5)**

I) যদি আমরা কর্মকর্তৃবাচ্যকে ধরি তাহলে বাচ্য –

A. তিন প্রকার B. চার প্রকার C. পাঁচ প্রকার D. ছয় প্রকার

II) কর্তৃবাচ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল:

A. ক্রিয়া কর্তার অনুগামী হয়। B. কর্তৃপদে করণকারকের বিভক্তি হয়।

C. ক্রিয়ার ভাবকেই প্রধানভাবে বোঝায়। D. কর্তা উহ্য থাকে।

III) বাহিরের আঘাতে হস্ত-পেশী সংকুচিত হয়। > বাহিরের আঘাত হস্ত-পেশীকে সংকুচিত করে। - এটি

A. কর্মবাচ্য > কর্তৃবাচ্যের উদাহরণ। B. কর্তৃবাচ্য > কর্মবাচ্যের উদাহরণ।

C. কর্তৃবাচ্য > ভাববাচ্যের উদাহরণ। D. ভাববাচ্যে > কর্মবাচ্যের উদাহরণ।

IV) এমন জল আর কোথাও পাবেন না। - ভাববাচ্যে পরিবর্তন করো:

A. এমন জল কোথায় পাওয়া যাবে। B. এমন জল কোথায় পেরিত হবে।

C. এমন জল আর কোথাও পাওয়া যাবে না। D. এমন জল তোমার দ্বারা কোথায় পেরিত হবে।

V) "কমলাকান্তের মনের কথা এ জন্মে আর বলা হইল না।"- এটি

A. কর্মবাচ্য B. ভাববাচ্য C. কর্তৃবাচ্য D. কোনটিই নয়

VI) বেশ বেড়ানো হলো আপনাদের ওখানে। - এটি _____ বাচ্য।

A. ভাববাচ্য B. কর্মবাচ্য C. কর্ম-কর্তৃবাচ্য D. কর্তৃবাচ্য

SECTION-C(MAIN COURSE BOOK)

3) পাঠ্য নাটক থেকে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো: (যেকোনো পাঁচটি) **(1×5=5)**

I) 'আগুন' নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়-

A. অরণি পত্রিকায় B. কৃত্তিবাস পত্রিকায় C. দেশ পত্রিকায় D. প্রবাসী পত্রিকায়

II) 'আগুন' নাটকের সময়কাল-

A. ১৯৪১-এর মহামন্বন্তরের আগে।

B. ১৯৪৩-এর মহামন্বন্তরের আগে।

C. ১৯৪৩-এর মহামন্বন্তরের পরে।

D. ১৯৪০ সাল।

III) হরেকৃষ্ণ বাবুর কিসের উপর ঘেন্না ধরে গিয়েছিল?

A. অফিসের বাবুদের কালোবাজারি দেখে।

B. কন্ট্রোলে চাল দেওয়ার অব্যবস্থা দেখে।

C. মনোরমার ব্যবহার দেখে।

D. অফিসে যাওয়ার নিয়মকানুন দেখে।

IV) "কেষ্টর মার সঙ্গে সকাল সকাল গে নাইনির একেবারে পেরথমে দাঁড়াতি পারিস নে!"- আলোচ্যমান উক্তিটির মধ্যে দিয়ে বক্তার কোন মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে?

A. বিস্ময় B. আত্মপ্রত্যয় C. খেদ D. দ্বিধা

V) "... কোম্পানির ভরসা করব না, দোকানের ভরসা করব না, ... তো কাকে ভরসা করি বোল!" – কে কাকে বলেছে?

A. সতীশ জুড়োনকে বলেছে। B. জুড়োন সতীশকে বলেছে।

C. সতীশ ক্ষিরিকে বলেছে। D. সতীশ মনোরমাকে বলেছে।

VI)মন্তব্য: "আগুন! আগুন জ্বলছে আমাদের পেটে?"- নাটকের পঞ্চম দৃশ্যে জনৈক যুবক একথা বলেছে-

কারণ: (ক):মহামন্বন্তরের এই ক্রান্তিকালে ক্ষুধাতুর মানুষের কাছে অন্নই ছিল ধ্যান, জ্ঞান।

কারণ: (খ):সিভিক গার্ড পিছন পথে চাল পাচার করায় মানুষ রেগে যায় এবং উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

A. কারণ (ক) ঠিক, কিন্তু কারণ (খ) ভুল

B. কারণ (ক) ভুল, কিন্তু কারণ (খ) ঠিক

C. কারণ (ক) এবং কারণ (খ) দুটোই ভুল

D. কারণ (ক) এবং কারণ (খ) দুটোই ঠিক

4) পাঠ্য গল্প ও পদ্য থেকে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো: (যেকোনো পাঁচটি) **(1×5=5)**

I) বিড়ালের মূল চরিত্র বৈশিষ্ট্য হলো –

A. লোভী B. প্রতিবাদী C. যুক্তিশীল D. নিষ্ঠাবান

II) "অতএব পুরুষের ন্যায় আচরণ করাই বিধেয়।"- কথাটির মধ্যে দিয়ে কী ধরনের মত প্রকাশিত হয়েছে?

A. ঔচিত্যবোধ B. অধিকার C. উদারতার মনোভাব D. প্রতিশোধকামী মনোভাব

III) মন্তব্য: অপরিচিতা যামিনীর নিজে থেকে কথা বলা, কথকের অস্বাভাবিক মনে হয়নি।

কারণ(ক) তার কণ্ঠ ছিল দৃঢ়চেতা,কণ্ঠে বাজত স্বাধীনতার সুর।

কারণ(খ) তার কণ্ঠ ছিল শান্ত ও গম্ভীর।

A. কারণ (ক) ঠিক, কিন্তু কারণ (খ) ভুল B. কারণ (ক) ভুল, কিন্তু কারণ (খ) ঠিক

C. কারণ (ক) এবং কারণ (খ) দুটোই ভুল D. কারণ (ক) এবং কারণ (খ) দুটোই ঠিক

IV) 'মৃত পুঁথি-কঙ্কাল' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

A. পোকায় কাটা নেই B. ছেঁড়া বই C. পুরনো ধ্যান-ধারণা D. পুরনো শাস্ত্র-গ্রন্থ

V) 'নুন' কবিতায় কে কার ওপর আরোহণ করে?

A. রাগ কথকের মাথা B. কথক রাগের মাথায়

C. কথক ছেলের ওপর D. রাগ ও কথক পরস্পরের মাথায়

VI) "ক্ষ্যাপারে তুই _____ হারাবি।"

A. সুর B. কূল C. মূল D. মান

5) পাঠ্য সহায়ক থেকে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো: (যেকোনো পাঁচটি) **(1×5=5)**

I) 'মনের চোখ' কী?

A. অন্তর্দৃষ্টি B. বিশেষদৃষ্টি C. আপনদৃষ্টি D. বহিঃদৃষ্টি

II) ফ্রান্স কীভাবে বইয়ের সম্মান করে?

A. উপহার হিসাবে তাঁরা মানুষকে বই দেয়। B. কাউকে কঠোরভাবে অপমান করতে তাঁরা বই ব্যবহার করে।

C. তাঁরা লাইব্রেরি পর্যন্ত নিলামে তোলে। D. ফ্রান্সের লোকেদের প্রত্যেকের বাড়িতে ছাপাখানা আছে।

III) "এমন সময় নামল জোর বৃষ্টি।" – বৃষ্টি নেমেছিল –

A. যখন লেখক ময়দান দিয়ে হাঁটছিলেন। B. যখন লেখক বাসে ওঠার কথা ভাবছেন।

C. যখন লেখক প্রবন্ধ লেখার কথা ভাবছেন। D. যখন লেখক ট্রামে ওঠার কথা ভাবছেন।

IV) **মন্তব্য:** "ফরাসি দোকানদার কলকাতায় এসে বাঙালি হয়ে গিয়েছে।"

কারণ(ক) তাঁরা ফরাসি বইয়ের পাশাপাশি বাংলা বইও রাখে।

কারণ(খ) ফরাসি দোকানদারের বই সাজানোর পদ্ধতি বাঙালি দোকানদারের মতো।

A. কারণ (ক) ঠিক, কিন্তু কারণ (খ) ভুল

B. কারণ (ক) ভুল, কিন্তু কারণ (খ) ঠিক

C. কারণ (ক) এবং কারণ (খ) দুটোই ভুল

D. কারণ (ক) এবং কারণ (খ) দুটোই ঠিক

V) লেখকের মুখে ফরাসি ভাষা শুনে মুগ্ধ ফ্রেঞ্চ বুক শপের মেমসাহেব বাহবা দিতে থাকেন। - এই ঘটনা থেকে ফরাসি জাতির চরিত্রের যে গুণটি প্রকাশ পায় তা হলো –

A. তাঁরা অহংকারী নয়। B. তাঁরা ভালোর কদর করতে জানে।

C. তাঁরা কাউকে উপেক্ষা করে না। D. তাঁরা ভালো কিছু দেখলেই তার প্রশংসা করতে জানে।

VI) প্রাবন্ধিকের মতে বই পড়ার নেশায় যা হয় না সেটি হল-

A. লিভার পচে পটল তুলতে হয় না। B. সকালবেলা চোখের সামনে গোলাপি ফুল দেখতে হয় না।

C. মাছি মারা কেরানি হতে হয় না। D. অন্যের উপর প্রতিহিংসা নেওয়ার ইচ্ছে হয় না।

PART-B: Descriptive Questions

SECTION-A (Grammar)

6) সংজ্ঞা লিখে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও: (যে কোন দু'টি) **(2+2=4)**

A) তৎসম শব্দ B) তদ্ভব শব্দ C) দেশী শব্দ

7) নির্দেশানুযায়ী বাক্যগুলির উক্তি পরিবর্তন করো: (যে কোন চারটি) **(1×4=4)**

A) ইন্দ্র খুশি হইয়া বলিল, এই ত চাই। (পরোক্ষ উক্তি)

B) বাপ যাকে দেখলেন তাকেই বললেন, "দেখেছেন মহাশয়, আজকালকার ছেলেদের ব্যবহার।" (পরোক্ষ উক্তি)

C) পরে অশ্বের গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, "বিজয়! এখানে থেকো-আমি আসছি-শব্দ করো না।" (পরোক্ষ উক্তি)

D) রাজসিংহ মানিকলালকে কন্যা নিয়ে উদয়পুর যেতে আদেশ দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে বাসযোগ্য ভূমি দেওয়ার আশ্বাস দিলেন। (প্রত্যক্ষ উক্তি)

E) কারখানার লোকেরা আমাদের জানালে যে, সেদিন কিছু করা অসম্ভব।তারা পরের দিন চেষ্টা করে দেখবে বললে।(প্রত্যক্ষ উক্তি)

F) অন্য কয়েদীরাও চুপ করে রইল কেন, সর্দারজী সে সম্পর্কে শুধালেন। (প্রত্যক্ষ উক্তি)

SECTION-B

(Supplementary Reader/Non Detailed text)

8) "একবার ক্ষণিকের জন্য আবিষ্কৃত হয়ে তেলেনাপোতা আবার চিরন্তন রাত্রির অতলটায় নিমগ্ন হয়ে যাবে।"- তেলেনাপোতা কিভাবে চিরন্তন রাত্রির অতলটায় নিমগ্ন হয়ে যাবে? **(2)**

9) "এবারে পারিনি বলে তেলেনাপোতার মাছ কি বার বার ফাঁকি দিতে পারবে?" – উদ্ধৃতিটি শ্রোতার মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল? **(3)**

10) "সমাজের উন্নতিতে দরিদ্রের প্রয়োজন না থাকিলে না থাকিতে পারে, কিন্তু ধনীদিগের বিশেষ প্রয়োজন, অতএব চোরের দণ্ডবিধান কর্তব্য।।" – কোন্ প্রসঙ্গে বক্তা আলোচ্যমান উক্তিটি করেছেন? ভারতের মতো দরিদ্র প্রধান দেশে সমাজের উন্নতিতে দরিদ্রের প্রয়োজন না থাকা কতটা সমীচীন বলে মনে করো? **(2+3=5)**

অথবা

বিড়াল কী জাতীয় রচনা? কমলাকান্ত ও বিড়ালের কথোপকথন আপাতদৃষ্টিতে আমাদের মনে হাসির উদ্রেক করলেও আসলে এর ভিতরে রয়েছে সমাজ-সমস্যার উপস্থাপনা – তোমার উত্তরের সপক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তি দিয়ে লেখো।

11) সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লেখো: **(5)**

"আমরা তো এতেই খুশি; বলো আর অধিক কে চায়?
হেসে খেলে, কষ্ট করে, আমাদের দিন চলে যায়"

অথবা

"তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম, সকল যুগাবতার,
তোমার হৃদয় বিশ্ব-দেউল সকলের দেবতার।"

12) "মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি"- আলোচ্যমান পঙক্তির মধ্যে দিয়ে কবির মানসিকতার কোন্ দিক ফুটে উঠেছে? **(3)**

13) 'সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ যে কোন শক্তিকে পিছু হটতে বাধ্য করে।'- আলোচ্যমান ভাবনাটি নাটকের কোন দৃশ্যে শোনা যায়? সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ কিভাবে দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষগুলোকে এক হতে সাহায্য করেছিল তা লেখ। **(2+3=5)**

14) লেখকের মতে বাঙালি কেন বই কেনা ছেড়ে দিয়েছে? **(2)**

15) লেখক সৈয়দ মুজতবা আলির কী দেখে মনে হয়েছিল 'আজব শহর কলকেতা'? মন্তব্যটির অন্তর্নিহিত অর্থ লেখো। **(2+3=5)**

Section-D

Creative Writing

16) জীবনের নানা পর্যায়ে বদলে যায় স্বাধীনতার মানে-বিষয়টি অবলম্বনে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। **(6)**

অথবা

প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে গেলে শাসনের প্রয়োজন আছে-বিষয়টি অবলম্বনে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।

17) নিচের গদ্যাংশটির সারাংশ লেখো: **(6)**

নীতি-শিক্ষার প্রধান স্থান গৃহ। সহস্র প্রেমের সম্বন্ধ আমাদের চরিত্রগঠনে সহায়তা করে। আমরা যে, পিতা-মাতা-জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপদেশ অবহেলা করি না, সে শুধু শাসনের ভয়ে নয়, ভালোবাসি বলে। প্রেম আমাদের হৃদয়কে তাঁহাদের কাছে উন্মুক্ত রাখে। ঘরের মধ্যে আমরা আপনাকে সম্পূর্ণভাবে ধরা দিই। আমাদের কোনো অংশ ঢাকা থাকে না। যে উপদেশ, যে আলোক, প্রেমের যে শিশিরবিন্দুটুকু পাই, তা সমগ্র প্রকৃতি দিয়ে গ্রহণ করি এবং সেইসঙ্গে সমগ্র প্রকৃতি পরিস্ফুট হতে থাকে। গৃহের মধ্যে যদি সেই মুক্ত ভাব না থাকে, তবে আমাদের মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ পরিণতির ব্যাঘাত হয়। বড় গাছের আওতায় যেমন চারাগাছ বড় হতে পারে না, চারদিকে বাধা পেলে উদ্ভিদ যেমন বেঁকে চুরে খর্বাকৃতি হয়ে দাঁড়ায়, আমাদেরও সেই দশা হয়।